৮৩

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 03 NOV 1997 ...
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ২ ...

জা'নগর ভার্সিটি

ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষে আহত আনন্দ মারা গেছে

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

অবশেষে মৃত্যুর কাছে হার মানলো আনন্দ কুমার ঘোষ। গত ১৮ই অক্টোবর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ (শো-পা) দু'গ্রুপের ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধে সে আহত হয়। ১৫ দিন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে গতকাল রোববার বেলা পৌনে ১০টায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনন্দ মারা যায়। আনন্দের মৃত্যুর খবর ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্রলীগের কর্মীদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। ক্যাম্পাসে প্রচুরসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

গত ১৮ই অক্টোবর কাঁকর গ্রুপের 'ক্যাডার'রা কামালউদ্দীন হলের ৩১৯ নং কক্ষে আনন্দকে গুলি করে এবং তার হাতে ও পায়ে চাপাতি দিয়ে আঘাত করে। মারাত্মক আহত অবস্থায় আনন্দকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। এরপর পঙ্গু হাসপাতালে ও বক্ষব্যাধি হাসপাতালেও তার চিকিৎসা করানো হয়। গঠন করা হয় ৫ সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড। ডাক্তাররা দু'দফা তার শরীরে অস্ত্রোপচার করেন। ডাক্তারদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে আনন্দ গতকাল সকালে মারা যায়।

অর্থনীতির ৩য় বর্ষের মেধাবী ছাত্র আনন্দ মওলানা ভাসানী হলের ৪৩৪নং কক্ষের আবাসিক ছাত্র। তার বাড়ি যশোর জেলার মনিরামপুর থানার দুর্ভাডাঙ্গা গ্রামে। আনন্দ ছাত্রলীগ (শা-পা)'র জামান গ্রুপের 'ক্যাডার' ছিল।

আনন্দের লাশ তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানেই তাকে দাহ করা হবে। তার মামা কার্তিক চন্দ্র সরকার ছাত্রলীগ (শা-পা)র সাধারণ সম্পাদক শামসুস তৌহিদ কাঁকরসহ ১৩ জনকে আসামি করে সাভার থানায় মামলা দায়ের করেছেন। অন্য আসামিরা হলো নাহিদ করিম, বিদ্যুৎ, মনির, শিমুল, কুদ্দুস, সৈকত, আরিফ, সঞ্জয়, কবির, মুন্না ও লুৎফর। আসামিরা সবাই গা ঢাকা দিয়েছে।

হল তল্লাশি

গতকাল বেলা আড়াইটায় পুলিশ আল বেরুনী হলের বর্ধিত ভবন তল্লাশি করেছে। ৪/৫টি রড ছাড়া পুলিশ কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি।